৫।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

১০টি থানায় সকল নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কর্মসূচী

শাহজালাল রতন ঃ সরকার দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে "সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম-৯৫" নামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীর আওতায় আগামী ৯ মাসে দেশের ১০টি থানার ১ লাখ ২০ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষরদান করা হবে। ঢাকাস্থ শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

স্কুল ত্যাগী, স্কুল বহির্ভূত কম সুবিধাভোগী শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার জন্য এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীতে একটি এলাকার সকল নিরক্ষরকে স্বল্পকালীন শিক্ষাদানের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে স্বাক্ষর করে তোলা হবে।

প্রতিটি থানার ১২ হাজার নিরক্ষর বিশেষ করে ১১ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষরকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। আগামী বছর মার্চ মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে ২ কোটি ২৭ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। ১০টি থানার প্রতিটি থানায় ২২ লাখ ৭২ হাজার টাকা করে বরাদ্দ পাবে।

দেশের বিভিন্ন বিভাগের ১০ জেলার ১০টি থানায় এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম-৯৫ চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। থানাগুলি হচ্ছে ফেনী জেলার পরশুরাম থানা, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর, ফরিদপুর সদর থানা, বরিশালের হিজলা, কুষ্টিয়া সদর থানা, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানা, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ ও ফিরোজপুর সদর থানা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই ১০টি থানাকে মডেল থানা হিসাবে গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট থানার নিরক্ষরদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য ৪শ'টি কেন্দ্র খোলা হবে। সাধারণত স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, ক্লাবঘর অথবা বিভিন্ন বাড়ির বৈঠকখানায় খোলা হবে শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতি ৩০ জনের জন একটি কেন্দ্র খোলা হবে। মেয়েদের জন্য থাকবে আলাদা কেন্দ্র। ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে মেয়েদের ক্লাস। পুরুষ কেন্দ্র খোলা হবে সন্ধ্যার পর। শিক্ষক নিয়োগ করা হবে স্বেচ্ছাশ্রমে। প্রতি থানায় থাকবে ৪শ' শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা, কলম বিনামূল্যে দেয়া হবে।

ফেনী জেলার "সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম-৯৫" চালু হচ্ছে পরশুরাম থানায়। থানার নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক অবস্থায় থানার ৩১ হাজার ১৫৪ জন নিরক্ষরের মধ্যে থেকে ১২ হাজারকে শিক্ষাদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য থানার ৬টি ইউনিয়নকে কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।